

IDC, 2nd semester

Society and Culture

১. 'সমাজ হল সামাজিক সম্বন্ধে জটা জাল 'কথাটি কে বলেছেন?

উত্তর. মাকাইবার এবং পেজ

২. 'সাধারণভাবে সমাজ হলো সম্বন্ধের এক জটিল জাল , যে সম্বন্ধে দ্বারা প্রত্যেকে তার সঙ্গীর সঙ্গে অন্তর সম্পর্কে যুক্ত থাকে' কে বলেছেন?

উত্তর .গইসবার্ড

৩. সম্প্রদায় কাকে বলে?

উত্তর. যখন কোন জনসমষ্টি

তাদের সম্ভবদ্ধ জীবনের সার্বিক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে একত্রে বসবাস করে তখন সমাজের সেই অংশকে সম্প্রদায় বলে ।

৪. সংঘ-সমিতি কাকে বলে?

উত্তর. সংঘ সমিতি বলতে বোঝায় এমন জনসমষ্টি যেখানে সদস্যরা একটি বা কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত হয় ।

৫. সম্প্রদায়ের ভিত্তি গুলি কি কি?

উত্তর. সম্প্রদায়ের ভিত্তি গুলি হল আঞ্চলিক ভিত্তি এবং সম্প্রদায়গত মনোভাব ।

৬. সম্প্রদায় গত মনোভাবের কয়টি উপাদান এবং সেগুলি উল্লেখ কর?

উত্তর. সম্প্রদায় গত মনোভাবের তিনটি উপাদান যথা 1. আমরা মনোভাব
2. নিজ ভূমিকা সম্পর্কে মনোভাব এবং 3.নির্ভরতা মনোভাব ।

৭. 'সম্বন্ধ সমিতি বলতে বোঝায় এমন এক জনগোষ্ঠী যা এক বা একাধিক সাধারণ স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে' কথাটি কে বলেছেন ?

উত্তর. মেকাইভার এবং পেজ ।

৮.'সঙ্গে সমিতি হচ্ছে এমন এক জনগোষ্ঠী যেখানে একটি বা কয়েকটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সদস্যরা মিলিত হয় ' কথাটি কে বলেছেন ?

উত্তর. গীস বাট

৯. 'শিশুর কাছে পরিবার একটি প্রাথমিক সম্প্রদায় যা তার বৃহত্তর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির পথ প্রশস্ত করে' কথাটি কে বলেছেন ?

উত্তর. মাকাইভার।

১০.সমাজের অন্যান্য সম্বন্ধ সমিতির মতো রাষ্ট্র একটি সম্বন্ধ সমিতি ,সব দিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রকে সম্প্রদায়ের উপর করা যায় না' উক্তিটি কার?

উত্তর. মেকাইভার

১১. অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝায়?

উত্তর. গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রতিষ্ঠিত যে কর্মপ্রণালী তাই হচ্ছে অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠান।

১২.'গিজ ভাট এর মতে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর. অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ব্যক্তির সঙ্গে গোষ্ঠীর সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য কতগুলি স্থায়ী ও অনুমোদিত কর্মনীতি।

১৩. আচার বা কথা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর. আচার বা প্রথা হচ্ছে সমাজ অনুমোদিত পথে কর্ম করা।

১৪. 'সমাজ অনুমোদিত অভ্যস্ত ক্রিয়াই হচ্ছে আচার বা প্রথা 'কথাটি কে বলেছেন?

উত্তর. গিসবার্ট

১৫. গিজবার্ট এর মতে আচার বা প্রথার তিনটি উপাদানের উল্লেখ কর?

উত্তর.১. প্রতিক্ষেত্রে একইভাবে আচরণ ২.সামাজিকতা এবং ৩.আদর্শগত মূল্য

১৬. লোকাচার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর. সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য নিজের অঙ্গাতে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষ যেসব আচার-আচরণ বিধিকে অনুসরণ করে সেইসব আচার-আচরণ বিধি হচ্ছে লোকাচার।

১৭. লোকাচারের সঙ্গে যখন গোষ্ঠী কল্যাণকে ,উচিত অনুচিত কে যোগ করা হয় তখন তারা অবশ্য পালনীয় আচার বা লোকনীতিতে রূপান্তরিত হয়। কথাটি কে বলেছেন?

উত্তর. মেকাইভার এবং পেজ

১৮. উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি অনুসারে ম্যাকেনজি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে কয়টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন?

উত্তর. ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

১৯. যখন গোষ্ঠীর কর্মনীতি ও কর্ম প্রণালী চিন্তা করা হয় তখন তাকে কি বলা হয়?

উত্তর. অনুষ্ঠান -।

২০. সংঘ সমিতির দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর.

উত্তর. জনসমষ্টির ব্যক্তিদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং সাধারণ লক্ষ্য সম্পর্কে প্রত্যেকের সচেতনতা।

Self & Understanding Self: সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর

১. আত্ম বা Self কী?

উত্তর: আত্ম (Self) হল ব্যক্তির চেতনা, অভিজ্ঞতা, এবং সত্তার অভ্যন্তরীণ অনুভূতি যা ব্যক্তিত্ব ও পরিচয়ের ভিত্তি গঠন করে।

২. আত্মের প্রধান উপাদানসমূহ কী কী?

উত্তর: আত্মের প্রধান উপাদানসমূহ হলো: শারীরিক (Physical Self), মানসিক (Mental Self), সামাজিক (Social Self), এবং আধ্যাত্মিক (Spiritual Self)।

৩. আত্ম-সচেতনতা (Self-Awareness) কী?

উত্তর: আত্ম-সচেতনতা হল নিজের আবেগ, চিন্তা, শক্তি ও দুর্বলতা সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান রাখা।

৪. আত্মবিশ্বাস (Self-Confidence) কী?

উত্তর: আত্মবিশ্বাস হল নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং যে কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলার সাহস থাকা।

৫. আত্মসম্মানবোধ (Self-Esteem) কী?

উত্তর: আত্মসম্মানবোধ হল নিজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আত্মমূল্যায়ন করার সামর্থ্য।

৬. আত্মসম্মানবোধের প্রকারভেদ কী কী?

উত্তর: আত্মসম্মানবোধের তিনটি প্রকারভেদ হলো: Inflated Self-Esteem, High Self-Esteem, এবং Low Self-Esteem।

৭. উচ্চ আত্মসম্মানবোধ (High Self-Esteem) কাকে বলে?

উত্তর: উচ্চ আত্মসম্মানবোধ হল নিজের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ও আত্মবিশ্বাস রাখা, যা একজনকে সফলতার দিকে ধাবিত করে।

৮. নিম্ন আত্মসম্মানবোধ (Low Self-Esteem) কাকে বলে?

উত্তর: নিম্ন আত্মসম্মানবোধ হল আত্মবিশ্বাসের অভাব, নিজেকে কম যোগ্য মনে করা এবং নেতিবাচক চিন্তা করা।

৯. স্ফীত আত্মসম্মানবোধ (Inflated Self-Esteem) কী?

উত্তর: স্ফীত আত্মসম্মানবোধ হল যখন কেউ নিজের ক্ষমতা ও গুরুত্বকে অতিরঞ্জিতভাবে মূল্যায়ন করে এবং অন্যদের অবমূল্যায়ন করে।

১০. আত্মসচেতনতার প্রধান দুই ধরণ কী কী?

উত্তর: প্রধান দুই ধরণ হলো ব্যক্তিগত আত্মসচেতনতা (Private Self-Awareness) এবং সামাজিক আত্মসচেতনতা (Public Self-Awareness)।

১১. আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উপায় কী?

উত্তর: আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর উপায় হলো নিজের দক্ষতা উন্নয়ন, ইতিবাচক চিন্তা করা, ছোট ছোট সাফল্য উদযাপন করা, এবং ব্যর্থতা থেকে শেখা।

১২. আত্মসম্মানবোধ ও আত্মবিশ্বাসের পার্থক্য কী?

উত্তর: আত্মসম্মানবোধ হল নিজের মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা, আর আত্মবিশ্বাস হল নিজের সক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস।

১৩. আত্মসচেতনতার গুরুত্ব কী?

উত্তর: আত্মসচেতনতা একজন ব্যক্তিকে নিজেকে ভালোভাবে বোঝার, আত্মোন্নয়ন করার, এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে।

১৪. সামাজিক আত্মসচেতনতা কী?

উত্তর: সামাজিক আত্মসচেতনতা হল যখন একজন ব্যক্তি উপলব্ধি করে যে অন্যরা তাকে কীভাবে দেখছে বা অনুভব করছে।

১৫. আত্মসম্মানবোধ কমে যাওয়ার কারণ কী?

উত্তর: অতিরিক্ত সমালোচনা, নেতিবাচক পরিবেশ, ব্যর্থতার ভয়, এবং অন্যদের সাথে নিজের তুলনা করা।

১৬. আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর: আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তি স্পষ্টভাবে কথা বলে, নেতিবাচকতা কাটিয়ে ওঠে, ঝুঁকি নিতে ভয় পায় না, এবং নিজের ভুল স্বীকার করে শেখে।

১৭. উচ্চ আত্মসম্মানবোধের সুবিধা কী?

উত্তর: এটি ব্যক্তিকে আত্মনির্ভরশীল, ইতিবাচক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে।

১৮. কম আত্মসম্মানবোধের নেতিবাচক প্রভাব কী?

উত্তর: কম আত্মসম্মানবোধ হতাশা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, এবং জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধা সৃষ্টি করতে পারে।

১৯. কিভাবে আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়?

উত্তর: আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করা যায় নিজেকে পর্যবেক্ষণ করে, আত্মমূল্যায়ন করে, এবং নিজের চিন্তা-ভাবনা ও আচরণের ওপর নজর রেখে।

২০. আত্মের বিকাশের জন্য কী প্রয়োজন?

উত্তর: আত্মের বিকাশের জন্য নিজেকে জানা, মানসিক বিকাশ, আত্মবিশ্বাস তৈরি, এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখা প্রয়োজন।

Society and Culture:

১. সমাজ কী?

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত একটি সংগঠিত ব্যবস্থা।

২. সামাজিক গোষ্ঠী কী?

একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি সংগঠিত দল।

৩. প্রাথমিক গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য কী?

আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

৪. মাধ্যমিক গোষ্ঠী কী?

স্বল্পস্থায়ী ও আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের গোষ্ঠী।

৫. মধ্যবর্তী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝানো হয়?

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ।

৬. গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক কী?

পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংহতি।

৭. বহির্ভূত গোষ্ঠী কী?

যেখানে সদস্যদের মধ্যে নিজস্বতা বা অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি থাকে না।

৮. সম্প্রদায় কী?

একটি স্থানে বসবাসকারী মানুষের স্থায়ী গোষ্ঠী।

৯. সম্প্রদায়ের প্রধান ভিত্তি কী?

ভৌগোলিক সীমানা ও সামাজিক সংহতি।

১০. সামাজিক প্রতিষ্ঠান কী?

সামাজিক নিয়ম-কানুন ও প্রথাগুলোর সংগঠিত রূপ।

১১. বিবাহ কী?

সমাজ স্বীকৃত দাম্পত্য বন্ধন।

১২. একবিবাহ কী?

একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে বিবাহ।

১৩. বহুবিবাহ কী?

একজনের একাধিক জীবনসঙ্গী থাকা।

১৪. বহুপতিত্ব কী?

একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকা।

১৫. গোষ্ঠী বিবাহ কী?

একাধিক পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক বিবাহ।

১৬. পরিবার কী?

আত্মীয়তা ও রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক একক।

১৭. পরিবারের প্রধান কার্যাবলী কী?

সন্তান লালন-পালন ও সামাজিকীকরণ।

১৮. সংস্কৃতি কী?

মানুষের জীবনযাত্রার সামগ্রিক রূপ।

১৯. সভ্যতা কী?

প্রযুক্তি ও বস্তুগত উন্নতির প্রতিফলন।

২০. সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য কী?

সংস্কৃতি অমূর্ত, সভ্যতা বস্তুগত।

২১. সংস্কৃতি পরিবর্তনের কারণ কী?

যোগাযোগ, শিক্ষা ও প্রযুক্তি।

২২. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কী?

সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা।

২৩. গোষ্ঠী সংকট কী?

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ।

২৪. সম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্য কী?

ঐক্য, পরিচয় ও ঐতিহ্য।

২৫. সংস্কৃতির প্রধান উপাদান কী?

ভাষা, রীতিনীতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ।

Human Emotion and Attitude (মানব আবেগ এবং মনোভাব)

১. আবেগ কী?

মানসিক ও শারীরবৃত্তীয় প্রতিক্রিয়া।

২. আবেগের বৈশিষ্ট্য কী?

তীব্রতা, সাময়িকতা ও অভিজ্ঞতা-নির্ভরতা।

৩. ইতিবাচক আবেগ কী?

আনন্দ, ভালোবাসা, শান্তি।

৪. নেতিবাচক আবেগ কী?

দুঃখ, রাগ, ভয়।

৫. আবেগ কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চিন্তা, আচরণ ও সিদ্ধান্তে।

৬. আবেগগত বুদ্ধিমত্তা কী?

আবেগ চেনা, বোঝা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা।

৭. আবেগগত বুদ্ধিমত্তার উপাদান কী?

আত্মচেতনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক দক্ষতা।

৮. আবেগ নিয়ন্ত্রণ কেন জরুরি?

সম্পর্ক ও মানসিক স্থিতিশীলতার জন্য।

৯. উচ্চ আবেগগত বুদ্ধিমত্তার উপকারিতা কী?

উন্নত সিদ্ধান্ত, সম্পর্ক ও মানসিক সুস্থতা।

১০. মনোভাব কী?

বিশ্বাস, অনুভূতি ও আচরণের সংমিশ্রণ।

১১. মনোভাবের বৈশিষ্ট্য কী?

স্থায়িত্ব, পরিবর্তনযোগ্যতা ও প্রভাবশীলতা।

১২. মনোভাব কীভাবে গঠিত হয়?

অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও সামাজিক প্রভাব দ্বারা।

১৩. মনোভাবের প্রধান উপাদান কী?

জ্ঞানগত, আবেগগত ও আচরণগত।

১৪. মনোভাব পরিবর্তন কীভাবে হয়?
শিক্ষা, নতুন অভিজ্ঞতা ও প্রভাব দ্বারা।
১৫. ইতিবাচক মনোভাব কী?
আত্মবিশ্বাস, আশাবাদ ও উদ্দীপনা।
১৬. নেতিবাচক মনোভাব কী?
হতাশা, অনীহা ও সন্দেহ।
১৭. মনোভাবের গুরুত্ব কী?
আচরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়ক।
১৮. আবেগ ও মনোভাবের পার্থক্য কী?
আবেগ ক্ষণস্থায়ী, মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী।
১৯. আবেগ কীভাবে মনোভাবকে প্রভাবিত করে?
বারবার অনুভব করা আবেগ মনোভাব গঠন করে।
২০. আবেগ নিয়ন্ত্রণের উপায় কী?
সচেতনতা, ধ্যান ও কৌশলগত চিন্তা।
২১. মনোভাব উন্নয়নের কৌশল কী?
ইতিবাচক চিন্তা, অভ্যাস ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়া।
২২. আবেগ ও সামাজিক সম্পর্কের সম্পর্ক কী?
আবেগগত বোঝাপড়া সম্পর্ক দৃঢ় করে।
২৩. আবেগ কীভাবে কর্মজীবনে প্রভাব ফেলে?
সিদ্ধান্ত, নেতৃত্ব ও সহযোগিতায় প্রভাব ফেলে।
২৪. আবেগ ও মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক কী?
সংযত আবেগ মানসিক সুস্থতা বজায় রাখে।
২৫. মনোভাব কীভাবে সফলতা আনে?
ইতিবাচক মনোভাব লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে।